গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১৩.১৬-৪০৩

তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪২৪ / ০২ নভেম্বর ২০১৭

বিষয়ঃ **গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৭ এর খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান।**

সূত্রঃ (১) ৭/১০/২০১৭ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১৩.১৬-৩৭১ সংখ্যক স্মারক।
(২) ২৪/১০/২০১৭ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১৩.১৬-৩৮৪, সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্তপত্রের আলোকে গণমাধ্যমকর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৭ এর খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moi.gov.bd) প্রকাশ করা হলো। উক্ত খসড়ার ওপর মতামত প্রদানের লক্ষ্যে আগামী ৩১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ হতে ৭(সাত)দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হলো। বিষয়টির উপর সর্বসাধারণের মতামত নিম্নের ঠিকানায় লিখিত (নিকস ফন্টে)/ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২/১১/২০১৭

( নাসরিন পারভীন )
সিনিয়র সহকারী সচিব
☎ ৯৫৪০৪৬২
e-mail: as.press@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটিসেল
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
(নীতিমালাটি এই বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

**অনুলিপিঃ** সদয় অবগতির জন্য।

১। সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১৩.১৬-৩৮৪

তারিখ : ০৯ কার্তিক ১৪২৪ / ২৪ অক্টোবর ২০১৭

বিষয়ঃ **গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৭ এর খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান।**

সূত্রঃ **১৭/১০/২০১৭ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১৩.১৬-৩৭১ সংখ্যক স্মারক।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৭ এর খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moi.gov.bd) প্রকাশ করা হলো। উক্ত খসড়ার ওপর মতামত আগামী ২৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের পরিবর্তে ৩১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হলো। বিষয়টির উপর সর্বসাধারণের মতামত ৩১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় লিখিত (নিকস ফন্টে)/ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২৪/১০/২০১৭

( নাসরিন পারভীন )
সিনিয়র সহকারী সচিব
☎ ৯৫৪০৪৬২
e-mail: as.press@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটিসেল
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
(নীতিমালাটি এই বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

**অনুলিপিঃ** সদয় অবগতির জন্য।

১। সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০১৩.১৬-৩৭১

তারিখ : ০২ কার্তিক ১৪২৪ / ১৭ অক্টোবর ২০১৭

বিষয়ঃ **গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৭ এর খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান।**

গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৭ এর খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো। উক্ত খসড়ার ওপর মতামত আগামী ২৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় লিখিত (নিকস ফন্টে)/ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্ত: প্রস্তাবিত আইনের খসড়া।

১৭/১০/২০১৭

( নাসরিন পারভীন )
সিনিয়র সহকারী সচিব
☎ ৯৫৪০৪৬২
e-mail: as.press@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটিসেল
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
(নীতিমালাটি এই বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

**অনুলিপিঃ** সদয় অবগতির জন্য।

১। সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

# গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরি শর্তাবলি) আইন- ২০১৭

## প্রস্তাবনা

দেশ স্বাধীন হইবার পর প্রথমবারের মতো অবাধ তথ্য প্রবাহ ও সংবাদপত্র শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সরকার The Newspaper Employees (Conditions of Service) Act- 1974 প্রবর্তন করেন। এই আইনে সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিক ও প্রেস কর্মচারীদের চাকুরির শর্তাদি, আর্থিক বিষয়াদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালের এই আইনটিকে রহিত করিয়া সকল প্রকারের শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য করিয়া বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রবর্তন করা হয় যাহাতে সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিক ও প্রেস কর্মচারীদের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। গণমাধ্যম কর্মীগণের চাকরির ধরন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের চেয়ে ভিন্ন হওয়ায় এবং সময়ের পরিক্রমায় সংবাদপত্র জগতে বহুমাত্রিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের আইনের মূল চেতনাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৭''The Mass Media Employees (Conditions of Service) Act- 2017' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হইল।

১। <u>সংক্ষিপ্ত শিরোনাম</u>: এই আইন **'গণমাধ্যম কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৭' ('The Mass Media Employees (Conditions of Service) Act- 2017')** নামে অভিহিত হইবে।

২। <u>সংজ্ঞা</u>: এই আইনের অন্যত্র ভিন্নরূপ কিছু বলা না থাকিলে-

ক) **''বোর্ড''** বলিতে ১১ ধারা বলে গঠিত 'ওয়েজ বোর্ড' বুঝাইবে;

খ) **''গণমাধ্যম''** বলিতে বাণিজ্যিকভাবে প্রকাশ বা প্রচারের জন্য সরকার অনুমোদিত ও নিবন্ধিত যে কোনো গণমাধ্যমকে বুঝাইবে, যেমন: সংবাদপত্র (দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক), সংবাদ সংস্থা, টেলিভিশন, রেডিও ও নিবন্ধিত অনলাইন মাধ্যম ;

গ) **''গণমাধ্যম কর্মী''** বলিতে গণমাধ্যমে পূর্ণকালীন 'কর্মরত সাংবাদিক', 'কলাকুশলী', 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা/কর্মচারী' বা সংবাদপত্রের নিবন্ধিত সংবাদপত্রের মালিকানাধীন ছাপাখানার শ্রমিক; বিভিন্ন বিভাগের নানা পর্যায়ের কর্মী, প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও বিদেশে নিয়োজিত কর্মীকে বুঝাইবে;

ঘ) **''কর্মরত সাংবাদিক''** বলিতে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের পূর্ণকালীন সাংবাদিক যিনি কোন একটি গণমাধ্যমে কর্মরত এবং যিনি সম্পাদক, চিফ এডিটর, হেড অব নিউজ, নির্বাহী সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, বার্তা প্রযোজক, স্টাফ রাইটার, বার্তাসম্পাদক, সাব এডিটর, নিউজরুম এডিটর, সংবাদ প্রযোজক, ফিচার লেখক, রিপোর্টার বা প্রতিবেদক, সংবাদ দাতা, ডেস্ক ইন চার্জ, কপি হোল্ডার, কপি টেস্টার, সম্পাদনা সহকারী, কার্টুনিস্ট, আলোকচিত্রী, ক্যামেরাম্যান ইত্যাদি পদে নিয়োজিত রয়েছেন বুঝাইবে ।

ঙ) **''প্রশাসনিক কর্মকর্তা/কর্মচারী''** বলিতে কর্মরত সাংবাদিক ও প্রেসশ্রমিক ব্যতীত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত যে কোনো পদে পূর্ণকালীন কর্মরত ব্যক্তি বুঝাইবে;

চ) **''ছাপাখানার শ্রমিক''** বলিতে সংবাদপত্রের মালিকানাধীন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের মুদ্রণ কাজের সঙ্গে জড়িত যে কোনো বিভাগ ও পর্যায়ের সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি বুঝাইবে;

ছ) **"সম্প্রচার কর্মী"** বলিতে সম্প্রচার কাজে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত গণমাধ্যমের কর্মীকে বুঝাইবে ;

জ) **"কলাকুশলী"** বলিতে গণমাধ্যমের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত পূর্ণকালীন প্রযোজক, স্ক্রিপ্ট রাইটার, শিল্পী, ডিজাইনার, কার্টুনিস্ট, ক্যামেরাম্যান, অডিও এডিটর, ভিডিও এডিটর, চিত্র সম্পাদক, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, ক্যামেরা সহকারি, গ্রাফিক ডিজাইনার, গ্রাফিক শিল্পী, ইনফোগ্রাফ ডিজাইনার ইত্যাদি পদকে বুঝাইবে;

ঝ) **''অনুসরণীয় কর্মপন্থা''** বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিবিধানকে বুঝাইবে;

ঞ) **''ওয়েজ বোর্ড এওয়ার্ড ''** বলিতে টাকায় প্রকাশ করা হয় বা যায় এমন সকল পারিশ্রমিক এবং এই আইনের ধারা-৬ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ছাড়া যে কোনো গ্রাচুইটি বা এই আইনের ধারা-১১ এর বলে প্রকাশিত বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত এওয়ার্ড বা যে কোনো পরিমাণ অর্থ বুঝাইবে;

ট) **"পরিদর্শন কমিটি"** বলিতে এই আইনের অধীনে গঠিত পরিদর্শন কমিটি বুঝাইবে;

ঠ) **"পরিদর্শক"** বলিতে এই আইনের ২(ট) উপধারায় গঠিত পরিদর্শন কমিটির সদস্যকে বুঝাইবে;

৩। <u>গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরিবিধি</u>:-

(১) প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি এই আইন অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব চাকরিবিধি থাকিতে পারিবে, কিন্তু তাহাতে প্রদত্ত সুবিধাদি এই আইনে প্রদত্ত সুবিধার চাইতে কম হইতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় চাকরিবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণের জন্য প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক উপ-ধারা ২(ট) অনুসারে গঠিত কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে এবং কমিটি তাহা প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তাহার বিবেচনায় যথাযথ আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) কমিটির অনুমতি ব্যতীত উপ-ধারা(২) এ উল্লিখিত কোনো চাকরিবিধি কার্যকর করা যাইবে না।

(৪) পরিদর্শন কমিটির আদেশে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল পেশ করিতে পারিবেন এবং এই আপিলের ওপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) উপ-ধারা(২) এর কোনো বিধান সরকারের মালিকানাধীন, ব্যবস্থাপনাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৪। <u>নিয়োগপত্র</u>: প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান কোনো কর্মী নিয়োগের সময়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাকে নিয়োগপত্র প্রদান করিবে-

ক) নিয়োগ প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও ঠিকানা;

খ) পদের নাম, বেতনক্রম;

গ) নিয়োগের তারিখ ও ধরন;

ঘ) নিয়োগের শর্তাবলি. (এই ক্ষেত্রে এই আইনের ৩ নং ধারার সকল শর্ত অনুসরণ করিতে হইবে)

৫। <u>ভবিষ্য তহবিল</u>:

(১) প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান তাহার কর্মীদের কল্যাণের স্বার্থে ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং এই ভবিষ্য তহবিল এই আইনে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী হইতে হইবে।

(২) উক্ত ভবিষ্য তহবিল একটি ''ট্রাস্টি বোর্ড'' দ্বারা পরিচালিত হইবে, যেখানে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং ইহাতে নিযুক্ত গণমাধ্যম কর্মীদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকিবে এবং তাহারা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় মনোনীত ও নিযুক্ত হইবেন।

(৩) কোনো গণমাধ্যম কর্মী নিয়োগ প্রাপ্তির দুই বৎসর সমাপনান্তে ভবিষ্য তহবিলে মাসিক চাঁদা প্রদান শুরু করিতে পারিবেন; তবে এই অর্থের পরিমাণ তাহার মাসিক মজুরির ৭% এর কম বা ৮% এর বেশি হইতে পারিবে না। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকও একই হারে ইহাতে চাঁদা প্রদান করিবেন।

৬। <u>কর্মঘণ্টা</u>: প্রতিটি গণমাধ্যম কর্মীকে যে কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে ন্যূনতম ৪৮ ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে। তবে ৪৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত কোনো সময়ের কাজের জন্য বিধি মোতাবেক অধিকাল ভাতা প্রাপ্য হইবে। এইখানে সপ্তাহ বলিতে ৭ (সাত) দিনে গঠিত দিনসমষ্টি বোঝানো হইয়াছে যাহার শুরু শনিবার মধ্যরাত হইতে। বাড়তি কর্মঘণ্টার জন্য এই আইনের অধীনে প্রণীতব্য বিধি অনুযায়ী আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

৭। **ছুটি:** গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোনো ব্যক্তি নিম্নরুপ ছুটি ভোগের অধিকারী হইবেন-

ক) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোনো ব্যক্তি সপ্তাহে একদিন ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

খ) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো ব্যক্তি পূর্ণ মজুরিতে প্রতি পঞ্জিকা বছরে ১০ (দশ) দিন পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি পাওয়ার অধিকারী হইবেন। তবে এই ছুটি কোনো কারণে ভোগ না করিতে পারিলে তাহা জমা থাকিবে না এবং পরবর্তী পঞ্জিকা বছরে তাহা ভোগ করা যাইবে না।

গ) পূর্ণ মজুরিতে একজন কর্মচারি প্রতি ১১ (এগার) দিনে ১ (এক) দিন ছুটি অর্জন করিবেন যাহা অর্জিত ছুটি হিসেবে গণ্য হইবে। তবে এই ছুটি ভোগ না করিলে তাহার ছুটির হিসাবে জমা থাকিবে এবং চাকরি সমাপনান্তে এর বিনিময়ে তিনি আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

ঘ) প্রত্যেক গণমাধ্যম কর্মী তাহার চাকরির মেয়াদের অন্যূন ১/১৮ অংশ সময় অর্ধ মজুরিতে অসুস্থতাজনিত ছুটি পাওয়ার অধিকারী হইবেন। তবে রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসকের যথাযথ প্রত্যয়ন ব্যতীত এইরুপ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবেনা।

ঙ) প্রত্যেক গণমাধ্যম কর্মী প্রতি পঞ্জিকা বছরে পূর্ণ মজুরিতে (Wage) এককালীন বা দুইবারে সর্বোচ্চ ৯ (নয়) দিন পর্যন্ত উৎসব ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। তবে এই ছুটির তারিখ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারিত হইবে। কোনো গণমাধ্যম কর্মীকে উৎসব ছুটির দিনে কাজ করিতে বলা যাইবে, তবে এই ক্ষেত্রে প্রতি ১ (এক) দিনের জন্য ২ (দুই) দিনের মজুরি অথবা ২ (দুই) দিনের বিকল্প ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

চ) প্রত্যেক নারী গণমাধ্যম কর্মী সরকারি বিধি মোতাবেক মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রাপ্য হইবেন।

৮। **চিকিৎসা সুবিধা:** কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোনো গণমাধ্যম কর্মী এবং তাহার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যগণ ন্যূনতম প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ে যেইরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ চিকিৎসা সুবিধা ভোগ করিবেন। এখানে নির্ভরশীল অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, বিধবা মা, মা-বাবা এবং আইনত বৈধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ও কন্যা যাহারা তাহার সঙ্গে থাকে এবং পুরোপুরি নির্ভরশীল। এইক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের দেয় সুবিধা অনুসরণ করা যাইবে।

৯। **নারীকর্মীদের প্রতি আচরণ:** গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে কোন কাজে কোন নারী নিযুক্ত থাকিলে, তিনি যে পদমর্যাদারই হোন না কেন, তাহার প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্য কেহ এমন কোন আচরণ করিতে পারিবেন না যাহা অশ্লীল কিংবা অভদ্রোচিত যাহা উক্ত নারীর শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

১০। **ওয়েজ বোর্ড :**

(১) সরকার এই আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত গণমাধ্যম কর্মী, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য ওয়েজ নির্ধারণের জন্য প্রজ্ঞাপন মূলে ওয়েজ বোর্ড গঠন করিবেন।

(২) এই বোর্ড একজন চেয়ারম্যান এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যাহারা সবাই সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) বাজারদর, জীবনযাত্রার মান বিবেচনায় রাখিয়া এই আইনের বিধান মোতাবেক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতি ৫(পাঁচ) বছর অন্তর ওয়েজ বোর্ড গঠন করিতে পারিবেন।

(৪) যেহেতু এই আইন সকল গণমাধ্যমের জন্য প্রযোজ্য হইবে সেহেতু এই ওয়েজ বোর্ড (Wage Board) সকল গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য ওয়েজ নির্ধারণ করিবে। সেই ক্ষেত্রে ওয়েজ বোর্ড কাজের সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে (যেমন: সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, অনলাইন)। এই উপ-কমিটিসমূহের কর্মপরিধি মূল ওয়েজ বোর্ড নির্ধারণ করিবে। এই উপ-কমিটির রিপোর্টসমূহের আলোকে ওয়েজ বোর্ড 'গণমাধ্যম কর্মীদের' ওয়েজ নির্ধারণ করিবে।

১১। **ওয়েজ (Wage) নির্ধারণ:**

(১) গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য ওয়েজ নির্ধারণকালে বোর্ড জীবনযাত্রার ব্যয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য চাকরিতে ওয়েজ এর বিরাজমান হার, দেশের বিভিন্ন এলাকার গণমাধ্যম শিল্পের অবস্থা এবং বোর্ডের নিকট প্রাসঙ্গিক অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবে।

(২) ওয়েজ বোর্ড মেয়াদি কাজ ও ঠিকা কাজের জন্য ওয়েজ এর হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) ওয়েজ নির্ধারণ করিবার পর বোর্ড তাহার সিদ্ধান্ত ওয়েজ বোর্ড এওয়ার্ড (Wage Board Award) হিসাবে, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

১২। **ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রকাশ:**

(১) সরকার, ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং তাহা প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত সংশোধনসহ সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রকাশিত উক্তরূপ সংশোধনসহ ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে অথবা উক্তরূপ কোনো তারিখ না থাকিলে তাহা প্রকাশের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

১৩। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি: এই** আইনের অধীনে কোনো কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার বিরোধ দেখা দিলে তাহা নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে। এইরূপ বিরোধের ক্ষেত্রে পক্ষদের মনোনীত একজন ব্যক্তির নিকট বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **শ্রম আদালতে দরখাস্ত:** যে ক্ষেত্রে ধারা-১২ এর অধীন প্রকাশিত সংশোধনসহ ওয়েজ বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্তের কারণে কোনো সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিবিন্যাস বা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে কোনো বিরোধ দেখা দেয়, সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

১৫। **ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত পালনের বাধ্যবাধকতা:** বোর্ডের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মজুরির (Wage) নিম্নতম হার সংশ্লিষ্ট সকল গণমাধ্যম মালিকের ওপর অবশ্য পালনীয় হইবে এবং প্রত্যেক গণমাধ্যম কর্মী উক্তরূপ ঘোষিত বা প্রকাশিত মজুরির (Wage) অন্যূন হারে মজুরি (Wage) পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

১৬। **ওয়েজ বোর্ড (Wage Board) এর অন্তর্বর্তী মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা:**

(১) এই আইনে যাহাই বলা থাকুক না কেন ওয়েজ বোর্ড কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করিলে সরকারের নিকট অন্তবর্তী মজুরির হার নির্ধারণের প্রস্তাব করিতে পারিবে এবং সরকার প্রস্তাব পরিক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক গেজেট প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ অন্তর্বর্তী মজুরির হার গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সকল মালিকের জন্য অবশ্য পালনীয় হইবে এবং প্রত্যেক গণমাধ্যম কর্মী অন্যূন উক্তরূপ অন্তর্বর্তী হারে মজুরি পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

(৩) উক্তরূপ কোনো অন্তর্বর্তী মজুরির হার ধারা ১২ (১) এর অধীনে গণমাধ্যম ওয়েজ বোর্ড এর সিদ্ধান্ত কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৭। **নিয়োগকর্তার নিকট হতে পাওনা আদায়:**

(১) যদি কোন নিয়োগকর্তার নিকট একজন গণমাধ্যম কর্মীর বকেয়া পাওনা থাকে তাহা হইলে সেই গণমাধ্যম কর্মী নিজে অথবা তাহার লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কিংবা মৃত গণমাধ্যম কর্মীর ক্ষেত্রে তাহার পরিবারের কোন সদস্য বকেয়া পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সরকারের নিকট আবেদন জানাইতে পারিবেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া বকেয়া পাওনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইলে, সরকার অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ পাওনার ব্যাপারে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন। আদায়যোগ্য অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 অনুযায়ী আদায় করা হইবে।

(২) নিয়োগকর্তার নিকট গণমাধ্যম কর্মীর পাওনার পরিমান (টাকার অঙ্কে) সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন ওঠে তাহা হইলে সরকার স্বউদ্যোগেই বিষয়টি নিরসনের জন্য শ্রম আদালতে ন্যস্ত করিবেন। সেই ক্ষেত্রে শ্রম আইনের মামলার ন্যায় বিষয়টি নিষ্পত্তি হইবে।

১৮। **অন্য আদালতের এখতিয়ারের ওপর বিধি নিষেধ:** এই আইনের অধীন শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বা বিচারযোগ্য কোনো মোকদ্দমা, অভিযোগ অথবা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা অন্য কোনো আদালত গ্রহণ করিতে বা বিচার করিতে পারিবে না।

১৯। **এই আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন আইন ও চুক্তির কার্যকারিতা:**

(১) এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে বা পরে প্রণীত অন্য কোনো আইন, রোয়েদাদ এর শর্ত, চুক্তি, চাকুরির শর্তাবলি ইত্যাদির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হইলেও এই আইনের ধারাসমূহ কার্যকর হইবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, এই ধরনের রোয়েদাদ, চুক্তি বা চাকরির শর্তাবলিতে প্রদত্ত সুবিধাদি এবং বর্ণিত আইনে একজন গণমাধ্যম কর্মীকে প্রদত্ত সুবিধা যাহা তাহার জন্য অধিকতর অনুকূল সেটি প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোনো গণমাধ্যম কর্মীকে অন্য কোনো চুক্তি বা সুবিধা গ্রহণে এই আইন বিরত রাখিবে না, যেখানে প্রাপ্য সুবিধাদি এই আইনে বর্ণিত সুবিধাদির চাইতে বেশি হইবে।

২০। **পরিদর্শন কমিটি গঠন:**

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ঢাকা মহানগর এর জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব এর নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিদর্শন কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটিতে প্রিন্ট মিডিয়ার ১ জন সাংবাদিক ও ১ জন মালিক প্রতিনিধি, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ১ জন সাংবাদিক ও ১ জন মালিক প্রতিনিধি, তথ্য অধিদফতরের একজন প্রতিনিধি এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকিবেন।

(২) ঢাকা মহানগর এর বাহিরে জেলা প্রশাসক মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা পরিদর্শন কমিটি গঠিত হইবে; যাহা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

২১। **অপরাধ ও দন্ড :**

(১) যে কেউ এই আইনে বর্ণিত ধারা বা ধারাসমূহ বা এর আওতায় প্রণীত বিধি লংঘন করিলে তাহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং ইহার জন্য সর্বনিম্ন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

(২) এই আইনের আওতায় কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি বা করপোরেট প্রতিষ্ঠান দোষী সাব্যস্ত হইলে উক্ত ব্যক্তি, কোম্পানি বা করপোরেটের প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাও একই অভিযোগে অভিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং একই শাস্তি প্রাপ্য হইবেন যদি সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে তাহাদের কোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়।

(৩) এই আইনের আওতায় সংঘটিত অপরাধ কোনো আদালতে বিচারের জন্য আনা যাইবে না, যদি না এই আইনের ২০ ধারা বলে গঠিত পরিদর্শন কমিটি লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের না করেন।

(৪) এই আইন লংঘনকারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া সহ যে কোনো পর্যায়ে সরকার প্রদত্ত যে কোনো সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করিয়া দেওয়া বা স্থগিত রাখা যাইবে।

২২। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজের নিরাপত্তা বিধান:** এই আইন বা এর কোনো বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত বা সম্পাদনের লক্ষ্যে অভীষ্ট কোনো কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা রুজু বা অন্য কোনো আইনত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:** সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **অন্য আইনের ওপর প্রাধান্য:** অন্য কোনো আইনে যাহাই থাকুক এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

-০-